দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২৩ MAY 2007 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

দলীয় ভিসিরা চালাচ্ছে ১৮ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ বাণিজ্য ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে

রিয়াজ চৌধুরী

চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্তদের কবলে এখনো দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা। বিগত সরকারের বিদায়ের পরে দু'টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সারাদেশের বিভিন্ন স্তরে রদবদল হলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পরিবর্তন আসেনি। দেশের ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টির ভিসি এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছেন। জোটের অনুগত ও সমর্থিত ভিসিরা প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির মসনদ বসিয়েছেন অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়ম ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণে সরকার বাধ্য হয়ে এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী আর্থিক মঞ্জুরি স্থগিত করে রেখেছে। ফলে কমপক্ষে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছে চরম আর্থিক সংকটে। এগুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে কোন মুহূর্তে বেতন বন্ধের আশংকা করছেন। দুর্নীতির মাত্রা এতোটাই বেড়েছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশন দু'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। আরও ছয়টি'র বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত শেষ করে এনেছে। এছাড়া একটির তদন্ত কাজ চলছে। দলীয় ভিসিদের দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাদের সরিয়ে দেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম ইনকিলাবকে বলেন, 'এটা এ মুহূর্তে বলা খুব ডিফিকাল্ট। সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ আসলে আমরা তা তদন্ত করে সরকারকে জানাব।' তিনি বলেন, 'ইউজিসি'র জনবল কম। এতো ঘটনা

পৃঃ ১১ ক ৫

দলীয় ভিসিরা চালাচ্ছে ১৮

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ঘটেছে যা তদন্তের প্রচুর সময় দরকার। চট করে তো আর কোন তদন্ত হয় না। এছাড়া ইউজিসি'র বর্তমান সদস্যদের অনেকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সহযোগিতা করছে না। এটাও একটা সমস্যা।'

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এসএমএ ফায়েজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মুস্তাহিদুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ বদিউল আলম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন মিয়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আলতাফ হোসেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আমিনুল ইসলাম, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এম ফারুক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রফেসর ডঃ এএমএম শফিউল্লাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম খান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মাহবুবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান খান, ত্রিশালের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শামসুর রহমান, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আবুল খায়ের, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আনোয়ারুল হক, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গোলাম মাওলা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আবদুল লতিফ মাসুম, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মীর শহীদুল আলম এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নওশের আলী মোড়ল। এসকল ব্যক্তিদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ বর্তমানে তদন্তাধীন।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) প্রফেসর ডঃ ফরিদউদ্দিন আহমেদ, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর মোঃ রুহুল আমিন এবং মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ মনিরুল হক।

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করে দেখছে। এর মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (দিনাজপুর), নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) তদন্ত ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার থেকে তদন্ত কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) তদন্ত এখনো শুরু করা হয়নি।

দলীয় ভিসিদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ এসএমএ ফায়েজ বিগত দিনে রাজনৈতিক বিবেচনায় সাড়ে ৫শ' শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোশাররফ হোসেন মিঞা সম্পর্কে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'হাবিপ্রবি'র সাবেক ভিসি প্রফেসর মোশাররফ হোসেন মিঞা ও সাবেক রেজিস্ট্রার আবদুল মজিদের কাছ থেকে তাদের অবৈধভাবে গ্রহণ করা অতিরিক্ত টাকা আদায় ও তাদেরকে দুর্নীতি দমন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করা উচিৎ।' চট্টগ্রামের ভিসি প্রফেসর ডঃ বদিউল আলম বিভিন্ন বিভাগে অযোগ্য ও চিহ্নিত দলীয় লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিতর্কিত হয়েছেন। সিলেট শাবিপ্রবি'র ভিসি প্রফেসর ডঃ আমিনুল ইসলাম জোটের আমলে প্রথমে চার বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ছিলেন। সিলেট শাবিপ্রবি'র ভিসি পদে যোগদান করেই তিনি অযোগ্য ও দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জোট সরকারের আমলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ভিসি প্রফেসর ডঃ মোসলেহ উদ্দিন তারেকের কারণে প্রায় ১১ মাস একাডেমীক কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করেছে। ফলে সেখানে বৃদ্ধি হয়েছে দুঃসহ সেশনজট। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হকের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও শিবির নেতারা বিভিন্ন পদে নিয়োগের দাবী জানিয়ে তাদের চাপ অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন মুখী চাপের কারণে তিনি বর্তমানে ঢাকায় বসে অফিস করছেন বলে জানা গেছে।